০৮-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই জ্ঞানের বাণী যা কিছুই শুনছো, গভীর ভাবে তার বিচার-সাগর মন্থন করে থাকলে, বুদ্ধিতে সারা দিনই সেই জ্ঞান চলতে থাকবে।"

প্রশ্ন :- এখানকার কোন্ পারদর্শিতার অভিজ্ঞতা নতুন দুনিয়া স্থাপনের কাজে লাগে ?

উত্তর :- এখানকার বিজ্ঞাণের নৈপুন্যতা - যার দ্বারা এরোপ্লেন, বাড়ী-ঘর বানানো ইত্যাদির যে সংস্কার তা তো তাদের আত্মার সাথেই ওখানে যাবে। যদিও তারা এখন সেই জ্ঞানকে গভীর ভাবে গ্রহন নাও করে, কিন্তু এসব নৈপুন্যতা তো সাথে যাবেই। তোমরা তো এখন সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের শেষ পুরোটারই ইতিবৃত্ত ও জাগতিক ভূগোল সবটাই জেনে গেছো। তাই তো তোমরা বুঝতে পারছো, এই চর্মচক্ষু দ্বারা বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ার যা কিছুই দেখছো- তার সম্পূর্ণটাই এবার ধ্বংশ হতে চলেছে।

গীত :- তুনে রাত গবাই সো কে - দিন গবাই খা কে।(তুমি রাত কাটালে শুয়ে - আর দিন কাটালে খেয়ে)।

ওঁম্ শান্তি! বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ঠিক যেমন ভাবে ৫ হাজার বছর আগে এইভাবেই তা বুঝিয়েছিলেন। একই ভাবে আবার বোঝাচ্ছেন যে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়া সত্যযুগের স্থাপনা কিভাবে হয়ে থাকে। বর্তমানের এই সময়কাল হল -- পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গমযুগ। বাবা তো জানিয়েই দিয়েছেন, নতুন দুনিয়া সত্যযুগ থেকে বর্তমানের কলিযুগের শেষ পর্যন্ত্য কি কি হতে থাকে। কি কি ধন-সম্পদ থাকে এবং কি কি দেখা যায় কোন সময়কালে। যজ্ঞ, তপস্যা, দান-পুন্য ইত্যাদি কি কি করা হয়। এখন যা কিছুই দেখতে পাচ্ছো, এ সবের কিছুই দেখা যায় না তখন। পুরোনো যা কিছু তার কিছুই অবশিষ্ঠ থাকে না। যেমন পুরোনো বাড়ী ভাঙ্গার সময় তার মার্বল-পাথর ইত্যাদি মুল্যবান আসবাব যা কিছু, তা রেখে দেওয়া হয়। বাদবাকী যা কিছু থাকে সে সব ভেঙ্গ-চুড়ে গুঁড়িয়ে দেয়। তোমরা বাচ্চারা তো তা জানতেই পেরেছো, জাগতিক যা কিছু পুরানো থাকে, তার প্রায় সবকিছুই তো ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই নৈপুন্যতা, তা কিন্তু থেকেই যায়। তোমরা এও তো জেনেছো, এই সৃষ্টি-চক্র কিভাবে তার অবিনাশী নিয়মে চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের শেষ হওয়া পর্যন্ত্য কি কি হতে থাকে। এই বিজ্ঞানও কিন্তু জ্ঞানের বিদ্যা। যার দ্বারা এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সবকিছুই এসেছে। যা পূর্বে ছিল না, এখন হয়েছে। দুনিয়া কিন্তু তার নিজের নিয়মে চলতেই থাকে। এই ভারতভূমি হলো অবিনাশী খন্ড, যার ধ্বংস হয় না। এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, যার দ্বারা মানুষেরা এত সুখ পেয়ে থাকে, সেখানেও সেই পারদর্শিতার অভিজ্ঞতাই সত্যযুগে থাকে। একবার যে জ্ঞান লব্ধ হয় পরবর্তী জন্মেও তা কাজে লাগে। কিছু না কিছু অবশিষ্ট তো অবশ্যই থাকে। এখানেও যেখানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, খুব তাড়াতাড়ি সেখানে নতুন ভাবে তা বানিয়ে দেয়। ওখানেও সেই নতুন দুনিয়াতে এরোপ্লন ইত্যাদি বানাবার কারিগরও থাকবে। সৃষ্টির ধারা তো চলতেই থাকে। এইসব বানাবার কারিগরেরাও (আত্মারাও) অবশ্য যাবে সেখানে। 'অন্ত মতি সো গতি'- (শেষ মূহুর্তের ভাবনাই তোমার অদৃষ্ট-ভাগ্য) হবে। যদিও তার মধ্যে সেই জ্ঞান না থাকে, তবুও তার

মনে নিত্য নতুন কিছু না কিছু বানাবার আগ্রহ অবশ্যই আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে যেমন এখন আসছে। এখনকার সবকিছুই তো ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র এই ভারত-খন্ডই অবশিষ্ট থাকবে। তোমরা হলে গুপ্ত (রুহানী) যোদ্ধা। নিজেদের জন্যই তোমরা নিজেদের যোগ-বলের দ্বারা, নিজেরাই সেই স্বরাজ্যের স্থাপনা করছো। যেখানে সবকিছুই হবে একেবারে নতুন। তত্ব-ও (জাগতিক সবকিছুই) এখন যা তমোপ্রধান হয়ে আছে, সেগুলি সবই তখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরাও তো সেই নতুন পবিত্র দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যে পবিত্র হবার শপথ নিয়েছো। যেহেতু তোমরা জেনেছো, তাই তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান ধারণ করে খুবই চালাক-চতুর হতে পারবে। একেবারে মিষ্টি সুগন্ধ ফুলের মতো হতে পারবে। তোমরা যখন এসব অন্যদের শোনাও, তখন তারাও খুব খুশী হয়। যে যত নৈপুন্যতার সাথে তা বোঝাতে পারে, অন্যেরা তার প্রতি তত বেশী খুশী হয়। তারা তখন বলে, অমুকের বোঝাবার ধরণ খুব ভালো। এত সত্বেও যখন তাদেরকে তাদের মতামত লেখার জন্য বলা হয়, তখন তারা জবাব দেয় - আচ্ছা ভেবে দেখি। এখনই আমি কিভাবে কি লিখি। মাত্র একবার শুনেই বাবার সাথে যোগ লাগাবো কি করে ? তা তো এখনও শেখা হয়নি। ভালো তো অবশ্যই লাগে। তোমরা একথা অবশ্যই বোঝাবে, এবার এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশ হতে যাচ্ছে। সবার মাথায় পাপের বোঝা চেপে আছে অনেক। এই পতিত দুনিয়ায় থাকতে থাকতে পাপও অনেক বেড়েছে। বর্তমানের এই রাবণ-রাজ্যে সবাই পতিত হয়ে পরেছে, তাই তো সবাই পতিত-পাবন বাবাকেই ডাকতে থাকে। এই সব জ্ঞান কেবল মাত্র এখনই জানতে পারো তোমরা। সত্যযুগে কারও এই জ্ঞানটুকুও থাকে না যে, সত্যযুগের পর ত্রেতার আগমন ঘটে। সেই সময়কালে তখন তারা কেবল তাদের প্রাপ্ত প্রালব্ধই ভোগ করে। বাচ্চারা, তোমরা এখন অনেক বুদ্ধিমান হয়েছো, যেহেতু তোমাদের এই জ্ঞনের পাঠ পড়াচ্ছেন সেই রুহানী শিববাবা স্বয়ং। এই বাবাই হলেন বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র কর্তা যিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু জাগতিক লোকেরা তো কেবল মাত্র ধর্মশাস্ত্রের কর্তৃত্তের অধিকারী। সেই শাস্ত্র পাঠকারীদের সর্বশক্তিমান বলা যাবে না অবশ্য। যেহেতু সেই সব শাস্ত্রগুলি যে ভক্তিমার্গের। কিন্তু এই বাবা তোমাদের যে সব জ্ঞানের পাঠ পড়ান, তা নতুন দুনিয়ার নতুন তথ্য। বাচ্চারা, তাই তো তোমাদের কত আনন্দ সহকারে এই পাঠ পড়া উচিত। সারাদিনই যেন এই জ্ঞানের কথাগুলি তোমাদের বুদ্ধিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে। ছাত্রেরা যা কিছুই পড়ে ও বোঝে সেগুলিকে তারা আবার মন্থন করতে থাকে। যাকে বিচার সাগর মন্থন করা বলা হয়। তোমরা এটাও বুঝতে পারো যে, বাবা বসে তোমাদের বেহদের জ্ঞান অথবা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সব রহস্য বোঝাতে থাকেন। যে জ্ঞান কেবল মাত্র তোমরা ছাড়া অন্য করোরই তা বোধগম্য হয় না, অথচ যেটা খুবই আনন্দের তোমাদের কাছে। সেই হিসেবে তোমরা এই জ্ঞান-ধনে খুবই ধনী। যেহেতু তোমাদের শিক্ষাদাতা যে উঁচু থেকেও অতি উঁচু সর্ব্বোচ্চ বাবা উঁনি। তাই তো তোমাদেরও খুশীর পারদ সর্বদা চড়তেই থাকা উচিত। সর্বদা নিজেদের বুদ্ধিতে এই সব কথাগুলি বিচার সাগর মন্থন করবে যে, এই তোমরাই একদা কত পবিত্র-পাবন ছিলে, কিন্তু ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন কত পতিত হয়ে পড়েছো। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী আবার বাবা তোমাদের পবিত্র- পাবন বনাচ্ছেন। সাধু-সন্তরা স্বীকার করে থাকেন যে, তারা রচয়িতা ও তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কিছুই জানে না। তোমরা কিন্তু তা জানতে পেরেছো। যীশুখ্রীষ্ট আবার তার নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারেই আসবে। একদা খ্রীষ্টানরা যেমন সম্পূর্ণ পৃথিবীতেই তাদের রাজত্ব বিস্তার করেছিলো, কালচক্রে তা এখন সবাই পৃথক পৃথক হয়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়ায় ব্যস্ত। ফলে এখন তারা চাইছে আবার এক রাজ্য-এক ভাষা হোক। কিন্তু এতেও যে মতভেদ হবে না, তা কি করে বলা যায়। এখন তো তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া আরও বেশী করে হবে। কারণ এমনটা

মোটেই সম্ভব নয় যে, সবাই দৈবী-মনোভাবের মত পোষণ করবে। যদিও তারা মুখের কথায় রামরাজ্যের আকাঙ্খা করে, কিন্তু সে বিষয়ে তো তাদের কোনও জ্ঞানই নেই। প্রথমদিকে অবশ্য তোমাদেরও এ সবের কোনও জ্ঞান ছিল না। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা তো এও জেনেছো যে, তোমাদের যুগ একেবারেই পৃথক ধরণের। এই সঙ্গমেই ব্রহ্মার দ্বারা মুখ-বংশাবলী (পোষ্য) ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে রাজ-ঋষি। তাই তোমরাই পবিত্রতা ধারণ করে শিববাবার থেকে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করো। অন্যেরা তো যোগ রাখে ব্রহ্মের সাথে, অবশ্যই তা সেই এক ও একমাত্র বাবার সাথে নয়। একজন যোগ রাখে এর সাথে তো আর একজন আবার অন্য কারও সাথে। অমুক একজনের পুজারী তো অন্যজন আর একজনের। আসলে এটাই কারও জানা নেই যে, উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ, সর্ব্বোচ্চ কে ? তাই তো বাবা বলে থাকেন - এরা সব আসুরী সম্প্রদায়ের, তুচ্ছ বুদ্ধিধারী, রাবণের দাস। কিন্তু তোমরা তো এখন শিববাবার পরিবারের সদস্য। যেহেতু শিববাবার থেকেই তোমরা সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো, যার দ্বারা তোমরা নতুন দুনিয়া সত্যযুগে যেতে পারো। বাবা তাই বলেন- ওহে আত্মারা, তোমাদের এখন অবশ্য করেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে, তার জন্য কেবল আমাকেই স্মরণ করতে হয়। কত সহজ এই পন্থা। গীতাতে তো কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হয়, তাকেই আবার দ্বাপর যুগে দেখানো হয়। এটাই তো মারাত্মক ভুল। কিন্তু এই সব বুদ্ধি কেবল তাদেরই থাকবে যারা পুরো সময়টাই এখানে থাকে। মেলাতে তো কত কত লোকই আসে, তাদের মধ্যেও তো বুঝদার-অবুঝ সব রকমেরই থাকে। অনেক ধর্মের লোকেরাই তো আসে। তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের লোকেরাই বেশী আসে, যারা দেবী-দেবতাদের পুজারী। যারা কখনো পুজ্য ছিল তারাই এখন পুজারী। এসবের ব্যাখ্যাও করতে হবে তোমাদের। যদিও মেলা বা প্রদর্শণীগুলিতে খুব বিস্তারিত ভাবে বোঝাবার অবকাশ থাকে না। এসব জ্ঞান বোঝার জন্য কারও কারও ৪-৫ মাসও লাগে। কেউ কেউ আবার তা খুব ভালভাবেই বুঝে যায়। তোমরা যত বেশী করে প্রদর্শণী-মেলার ব্যবস্থা করবে, ততই বেশী সংখ্যক লোক আসতে থাকবে এখানে। তখন তারা বুঝতে পারবে এই জ্ঞান কত সুন্দর, তারা নিজে থেকেই তারপর আসতে থাকবে। সেন্টারগুলিতে তো অনেক সংখ্যক চিত্র রাখা হয় না, যেমন প্রদর্শীতে অনেক ধরণের চিত্র রাখা হয়। তোমরা যখন সেগুলি বোঝাতে থাকো, তাদের কিন্তু তখন খুব ভালোই লাগে, কিন্তু যেই তারা বাইরে আসে তখনই মায়ার বায়ুমন্ডলের চক্রজালে পড়ে যায়। এছাড়া যার যার নিজেদের কাজ-কর্ম, ব্যাবসা-বানিজ্যের ব্যাপারটাও তো আছে - তাতেই তারা লেগে পড়ে। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন তো হবেই, যেহেতু বাবা আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন করিয়ে সেখানকার বাদশাহী দিতে চলেছেন আমাদের। সেই নতুন দুনিয়াতে গিয়ে আমরা নতুন নতুন মহলও বানাবো। এমন তো আর হতে পারে না যে, নীচে থেকে মাটি খুঁড়ে সেই সব মহল বেড়িয়ে আসবে। মুখ্যতঃ এটা সর্বাগ্রে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, উঁনি যেমন আমাদের বাবা তেমনি শিক্ষকও উঁনিই। উঁনিই আবার মানুষ সৃষ্টির বীজরূপও। সর্ব-জ্ঞানেই সম্পূর্ণ-জ্ঞানীও উঁনিই। তাই তো ওঁনার এত মহিমা কীর্তন করা হয়, ওঁনাকেই বলা হয় জ্ঞানের-সাগর। উঁনিই সমস্ত মানুষ সৃষ্টি জগতের (কল্প-বৃক্ষের) বীজ স্বরূপ। যদিও উঁনি বাকরুদ্ধ, কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ। বাবা তোমাদের যে সব জ্ঞানই দিয়ে থাকেন, তা অন্যদেরকেও খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। মেলা বা প্রদর্শনীগুলিতে এত অসংখ্য লোকই তো আসে। কোটি-কোটির মধ্যে কেউ কেউ এমনও জ্ঞানী বেরিয়ে আসে। অনেকে আবার ৭-৮ দিন এসেই, একেবারেই অদৃশ্যও হয়ে যায়। এরকম হতে হতেই কেউ না কেউ বেরিয়ে তো আসেই। আমাদের কাছে সময় আর বেশী নেই, এদিকে বিনাশও যে আমাদের দোরগোড়ায়। অতএব কর্মাতীত অবস্থায় অবশ্যই আসতেই হবে। পতিত থেকে পবিত্র-পাবন

হতে গেলে স্মরণের যোগ করাটা খুবই জরুরী। আবার নিজের সব কিছু নিজেকেই দেখতে হবে। যেহেতু তোমাদের সতোপ্রধান তো হতেই হবে, তাই এই চিন্তা যেন সর্বদা থাকে মনে, যেহেতু তোমাদের মাথায় জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা চেপে আছে। চক্রের নিয়মে রাবণ-রাজ্যের কারণেই সিঁড়ি নীচের দিকেই নামতে থাকে। যা যোগবলের দ্বারাই আবার উপরের দিকে চড়তে হয়। রাত-দিন তোমাদের যেন এই চেষ্টাই থাকে যে, আমাকে সতোপ্রধান হতেই হবে। অবশ্য তার সাথে সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞানটাও যেন বুদ্ধিতে সজাগ থাকে। স্কুলেও তো এমনটা হয়ে থাকে যে, এই এই বিষয়ে আমাকে পাস করতেই হবে। আর এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা। আর হ্যাঁ, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানটাও কিন্তু জানতে হবে। সিঁড়ির সমস্ত জ্ঞানটাই বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তোমাদের। জানতে হবে কিভাবে বাবাকে স্মরণ করলে সত্যযুগী সূর্যবংশী পরিবারের সিঁড়িতে উঠতে পারা যায়। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা এভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো। এখন কিন্তু মূহুর্তেই উপরে উঠতে হবে। তাই তো একথা প্রচলিত আছে - সেকেন্ডেই জীবন-মুক্তি। এই জন্মেই বাবার থেকে জীবন মুক্তির আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিয়ে দেবতা হতে হবে। বাবাও তাই বলেন, বাচ্চারা তোমরাই তো সূর্যবংশী ছিলে, তারপর হলে চন্দ্রবংশী, তারও পরে বৈশ্যবংশী.....। এখন আবার তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছি। ব্রাহ্মণরাই সর্ব্বোচ্চ শিখরে। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্ব্বোচ্চ পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় - এই তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরা জেনেছো, এখন তোমরা সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে আছো। তারপরেই দেবতা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রোজ এমনই কত জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হয়। এগুিকেই ধারণ করতে হয়। তা না হলে বাচ্চাদেরকে বাবার সমান বানাবে কি করে। সূর্যবংশী পরিবারে তো খুব কম সংখ্যকই আসতে পারে-যারা খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে আর অন্যদেরকেও পড়ায় তারাই। তোমাদের মতামত ও বুদ্ধি সবই কিন্তু বর্তমান জাগতিক দুনিয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতিরই হবে। যেমনটা বলা হয়, ঈশ্বরের সব কিছুই যেন আলাদা প্রকারের। তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউই আর বাবার সাথে নিজেকে স্মরণের যোগে রাখে না। প্রদর্শনীতে আসে আর চলে যায় মাত্র। তারা তো প্রজার মধ্যেই আসবে। কিন্তু যারা খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে অপরকেও সেই পাঠ পড়ায়, কেবল তারাই ভাল পদের অধিকারী হতে পারবে। আর তোমাদের এটা তো জনহিতকারী। যে সংগঠন দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধিই হতে থাকবে। আরও অনেকে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসতেই থাকবে। নতুন কিছুর প্রচার হতে কিছু সময় তো লাগবেই, তাই না। তখন ফটাফট্ নতুন নতুন অনেক চিত্রও তৈরী হয়ে যাবে। দিন-প্রতিদিন মানুষদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তোমরা তো বুঝতেই পারছো, এই যে বোম্ (বোমা) ইত্যাদির লড়াই শুরু হবে, তার ফলে কি অবস্থাটাই না হবে। দিন-প্রতিদিন দুঃখ-কষ্ট আরও চরমে বাড়তেই থাকবে। এই দুঃখের দুনিয়ার অবসান তো হতেই হবে। যদিও সম্পূর্ণটারই বিনাশ হবে না। শাস্ত্রেও তা লেখা আছে একমাত্র ভারতই অবিনাশী-খন্ড। তোমাদের তো অবশ্যই আবুর সেই স্মৃতি হুবহু স্মরণেই আছে। সে বিষয়েও বোঝাতে হবে, যদিও তা হবে জড় পদার্থকে স্মরণ করার মতন। বাস্তবে এখন সেখানে তারই স্থাপনা কার্য চলছে। তোমরা রাজযোগ শিখছো বৈকুন্ঠে (স্বর্গে) যাবার লক্ষ্যে। দিলওয়ালা মন্দিরের স্থাপত্য কত সুন্দর রূপে তৈরী করা হয়েছে। আমরাই যেন সেখানে বসে আছি। আমরা আসার পূর্বেই আমাদের স্মরণিকা তৈরী হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গের সার্বভৌম রাজত্ব পাবার উদ্দেশ্যেই এখানে এসে বসো। আবার এও বলো যে, বাবা আমরাই আপনার থেকে অবশ্যই সেই রাজত্ব নেবোই-নেবো। যারা খুব ভালোভাবে সারা দিন স্মরণ করে আর অপরকেও তা করায়, তারা খুব খুশীতেই থাকতে পারে। যেমন ছাত্ররা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারে, সে পাস করবে না কি করবে না। লাখ-কোটির মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকজনই তো

স্কলারশিপ পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে প্রথম ৮ জন হয় মুখ্য সোনার, তারপর ১০৮ জন হন রূপোর, এছাড়া ১৬০০০ হয় তামার। যেমন পোপ যখন মেডেল দেন, তখন সবাইকেই তো আর সোনার মেডেল দেন না। কাউকে সোনা, কাউকে রূপার। এইভাবেই তো মালা তৈরী হয়। তোমাদের আগ্রহ থাকে সোনার মেডেল পাবার। আর রূপার মেডেল পেলে তারা তো চন্দ্র-বংশীর অন্তর্গত হবে। তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাতেই বিকর্ম বিনাশ হবে, এছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। তোমরা শুধু এই একটা বিষয়েই সম্বন্ধ রাখবে পাস হবার জন্য। যুদ্ধ যখন একটু বেশী মাত্রায় শুরু হবে, তখন কিন্তু তোমরা খুব বেশী পরিমানে পুরুষার্থ করা শুরু করে দেবে। পরীক্ষার সময় ছাত্রেরা যেমন অতি দ্রুত গতিতে লেখার পুরুষার্থ করে থাকে, তেমনি। আর তোমাদের এটা তো বেহদের স্কুল। প্রদর্শণীগুলিতে বোঝাবার অভ্যাস বেশী করে করবে। প্রজেক্টরে দেখে তারা ততটা প্রভাবিত হয় না যতটা আশ্চর্য ও আকৃষ্ট হয় প্রদর্শনীগুলি দেখে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমনের স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রূহানী বাবা তার রূহানী বাচ্চাদেরকে জানায় - নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের পূর্বেই নিজেকে কর্মাতীত অবস্থার স্থিতিতে তৈরী করতে করতে হবে। স্মরণের যোগে থেকে সতোপ্রধান হতে হবে।

২) সর্বদা এই খুশীতেই থাকতে হবে যে, যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্ব্বোচ্চ স্বয়ং বাবা আমাদেরকে এই জ্ঞনের পাঠ পড়াচ্ছেন। অতএব এই পাঠ খুব মনোযোগ সহকারে যেমন পড়তে হবে তেমনি অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। মন দিয়ে সবকিছু শুনে তার বিচার-সাগর মন্থন করতে হবে।

বরদান :- আমিত্বের বোঝাকে সমাপ্ত করে প্রত্যক্ষফলের অনুভব করে বালক থেকে মালিক হও।

যখন কোনও প্রকারেরই আমিত্ব আসে তখন সেই আমিত্বের বোঝা মাথায় এসে ভারী হয়ে যায়। কিন্তু বাবা এসে নিজেই যখন তা বলছেন যে, "সব বোঝাই আমাকে দিয়ে দাও, আর তোমরা কেবল নাচো আর উড়তে থাকো ..... সেখানে এসব প্রশ্ন বা কেন ? - সেবা কি ভাবে হবে ? ভাষণ কিভাবে করবো ? -- তোমরা নিজেদের কেবল নিমিত্ত ভেবে পাওয়ার হাউসের সাথে স্মরণের যোগ সংযোগ করে বসে যাও। মনোবল হারিও না, বাপদাদা সব কিছুই স্বতঃতই তা করিয়ে দেন। বালক ও মালিক বোধে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থাকলে, প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি করতে থাকবে।

স্লোগান :- জ্ঞানের বিতরণ করার সাথে সাথে গুণেরও দান করলে, সফলতা আসতেই থাকবে।